যুগান্তর

0 8 APR 2018
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৫

বগুড়ায় নকলে বাধা দেয়ায় শিক্ষককে ছাত্রলীগের লাঠিপেটা

যুগান্তর ডেস্ক

বগুড়ার সারিয়াকান্দিতে নকল করতে না দেয়ায় ছাত্রলীগ ক্যাডাররা নুরে আলম সিদ্দিকী নামে এক শিক্ষককে লাঠিপেটা করেছে। আহত অবস্থায় পালিয়ে যান তিনি। শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত তার ফোন বন্ধ ছিল। ধারণা করা হচ্ছে, তিনি প্রাণভয়ে গোপনে চিকিৎসা নিচ্ছেন। এদিকে চাঁদপুর সদর উপজেলার বালিয়া ইউনিয়নের ফরক্কাবাদ ডিগ্রি কলেজে পরীক্ষা কেন্দ্রে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়ি ভাঙচুর করেছে বিক্ষুব্ধ পরীক্ষার্থীরা। যুগান্তর ব্যুরো ও প্রতিনিধির পাঠানো খবর—

চাঁদপুরে ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়ি ভাংচুর

বগুড়া : সারিয়াকান্দি আবদুল মান্নান মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ শাহ্ আলম লতা জানান, তার কলেজ কেন্দ্রে শনিবার সকালে ইংরেজি দ্বিতীয়পত্র পরীক্ষা শুরু হয়। এরপর থেকে স্থানীয় ছাত্রলীগ ক্যাডার ধাপগ্রামের বনিজ মোল্লার ছেলে দুলাল, তাহেরুল ইসলামের ছেলে ওমর এবং ফকিরপাড়ার মন্ডেজার রহমানের ছেলে স্বপনের নেতৃত্বে ৬-৭ জন নকলের সুবিধা দিতে দায়িত্বরত শিক্ষকের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। ৪১৬ নম্বর কক্ষে নারচি মাজেদা রহমান স্কুল ও কলেজের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক নুরে আলম সিদ্দিকী দায়িত্বে ছিলেন। তার কঠোর ভূমিকায় ছাত্রলীগ ক্যাডাররা তার ওপর ক্ষুব্ধ হয়। পরীক্ষা শেষে বেলা সোয়া ১টার দিকে তিনি কলেজ থেকে বের হলে ক্যাডাররা তার ওপর হামলা চালায়। তারা তাকে কাঠের বাটাম দিয়ে বেদম মারধর করে। তখন তিনি প্রাণ বাঁচাতে দৌড়ে পালিয়ে যান।

অধ্যক্ষ আরও জানান, ওই শিক্ষকের ফোন বন্ধ থাকায় তার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। হয়তো তিনি প্রাণ ভয়ে গোপনে চিকিৎসা নিচ্ছেন। বিষয়টি জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সারিয়াকান্দি থানার ওসিকে অবহিত করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

থানার ওসি (তদন্ত) এনায়েত জানান, তিনি এমন খবর জানেন না। অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

এ প্রসঙ্গে সারিয়াকান্দি উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন দুলাল বলেন, কেউ শিক্ষকের ওপর হামলা করলে তার বিরুদ্ধে অবশ্যই সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেয়া হবে।

চাঁদপুর ও ফরিদগঞ্জ : চাঁদপুর সদর উপজেলার বালিয়া ইউনিয়নের সচিব মো. মনসুর জানান, ফরক্কাবাদ ডিগ্রি কলেজ কেন্দ্রে শনিবার ইংরেজি দ্বিতীয়পত্রের পরীক্ষা ছিল। পরীক্ষা চলাকালীন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট (সদর উপজেলা ভূমি কর্মকর্তা) অভিষেক দাশ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি কেন্দ্রের সব কক্ষ পরিদর্শন করেন। পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরই একযোগে শত শত শিক্ষার্থী কলেজের সামনে থাকা গাড়িতে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে ভাঙচুর করে।

স্থানীয় লোকজনের ধারণা, পরীক্ষা চলাকালে ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতির কারণে শিক্ষার্থীরা কোনো ধরনের 'অবৈধ উপায়' অবলম্বন করতে না পেরে এমন প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। চাঁদপুর মডেল থানার ওসি (তদন্ত) মো. মাহবুবুর রহমান জানান, গাড়িটি ভাঙচুর করা হলেও কেউ আহত হয়নি। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

ফরক্কাবাদ ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ ড. মো. হাসান খান জানান, পরীক্ষা শেষে স্থানীয় ও বহিরাগত কয়েকজন ব্যক্তির উস্কানিতে মেজিস্ট্রেটের গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। পরে শিক্ষক ও পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতের চিহ্নিত করার জন্য চেষ্টা চলছে।